যুগান্তর

তারিখ ... 20 NOV 2008
পৃষ্ঠা ১৩ কলাম ২

শাবিতে চেইন অব কমান্ড নেই স্থবির হয়ে পড়েছে প্রশাসন

নাঈমুল করীম নাঈম, *শাবি প্রতিনিধি*

শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রশাসনিক চেইন অব কমান্ড ভেঙে পড়েছে। কর্মচারী থেকে শুরু করে উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তা পর্যন্ত রক্ষা করা হচ্ছে না কোন পদসোপানিক চেইন। প্রক্টোরিয়াল বডি, সিন্ডিকেট, তথা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন মেরুদণ্ডহীন হয়ে পড়ায় এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। ফলে কোন সিদ্ধান্তই চূড়ান্তভাবে নিতে পারছে না প্রশাসন। সর্বত্রই কেবল সিদ্ধান্তহীনতা, অবহেলা, সমন্বয়হীনতা ও স্বেচ্ছাচারিতা লক্ষণীয়। আর প্রশাসনের এ দুর্বলতা ঢাকতে দমন-নিপীড়নসহ কূটকৌশলের আশ্রয় নেয়া হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে মোতায়েন করা হয়েছে অতিরিক্ত পুলিশ। রুদ্ধ করে দেয়া হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ে মুক্তবুদ্ধির চর্চা তথা ছাত্র-শিক্ষক-কর্মকর্তাদের ন্যায্য দাবি আদায়ের পথ। শুধু তাই নয়, বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে সব ধরনের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের ওপর আরোপ করা হয়েছে নিষেধাজ্ঞা। সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের ওপরও বিভিন্ন সময় কারণে-অকারণে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে নিষেধাজ্ঞা এসেছে। দেশের অন্যান্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে এ দুটি কার্যক্রম পুরোদমে চললেও শাবি এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম। প্রতিক্রিয়াশীল সংগঠনের প্রত্যক্ষ মদদে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের এ ধরনের আচরণে ক্ষোভ প্রকাশ করেছে সচেতন ছাত্র-শিক্ষক-কর্মকর্তারা। তাদের দাবি একটি বিশেষ মহলের স্বার্থ রক্ষা করতে গিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের চেইন অব কমান্ড ভেঙে পড়েছে। এ অবস্থায় ক্যাম্পাসে বড় ধরনের সংঘাতের আশংকা করা হচ্ছে যার দায়ভার বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকেই নিতে হবে বলে তারা দাবি করেন। তবে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টোরিয়াল বডি সতর্ক রয়েছে বলে দাবি করেছেন প্রক্টর প্রফেসর ড. গোলাম আলী হায়দার চৌধুরী। তিনি বলেন, ক্যাম্পাসে যে কোন অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি মোকাবেলায় প্রস্তুত রয়েছে প্রক্টোরিয়াল বডি।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, প্রতিষ্ঠার পর থেকে শাবি আজ পর্যন্ত দক্ষ প্রশাসনিক কাঠামো পায়নি। অনিয়ম, দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, দলীয়করণের শিকার শাবিতে প্রশাসনিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে চেইন অব কমান্ডও পরিবর্তিত হয়েছে। গত ১৭ বছরে শাবিতে ভিসি পরিবর্তন হয়েছে ৬ বার। ফলে বারবার ভেঙেছে প্রশাসনিক কাঠামো। শাবি সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে জোট সরকারের আমলে। বিএনপি-জামায়াতের আশীর্বাদপুষ্ট ভিসি ড. মুসলেহ উদ্দিনের ঢালাওভাবে অনিয়ম-দুর্নীতি, লুটপাট, স্বজনপ্রীতিতে শাবির প্রশাসনিক কাঠামো সম্পূর্ণ ভেঙে পড়ে। পরে তাকে দুর্নীতির দায়ে অপসারণ করা হলে ২০০৬ সালের ২৫ অক্টোবর নতুন ভিসি হিসেবে যোগ দেন প্রফেসর ড. এম আমিনুল ইসলাম। প্রাথমিকভাবে তিনি চেইন অব কমান্ড বজায় দক্ষতার পরিচয় দিলেও ধীরে ধীরে শাবি প্রশাসনে সিদ্ধান্তহীনতা, সমন্বয়হীনতা, স্বেচ্ছাচারিতা দেখা দেয়। বিগত ১ বছরে এর মাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ায় বর্তমানে শাবিতে প্রশাসনিক চেইন অব কমান্ড পুরোপুরি ভেঙে পড়েছে। এ সময়ের মধ্যে শাবিতে গুরুত্বপূর্ণ কোন সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে দক্ষতার পরিচয় দিতে পারেনি- বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। কোন সিদ্ধান্ত নেয়ার পর পরই একটি পক্ষের চাপে তা বাতিল করতে বাধ্য হচ্ছে প্রশাসন। অর্থাৎ দলমত নির্বিশেষে প্রশাসনিক কার্যক্রম চালাতে শক্ত ভূমিকা রাখতে পারছে না বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন।